এ্যমিনেন্স এসোসিয়েটস্

ফর

সোশাল ডেভেলপম্যান্ট

গঠনতন্ত্র

৮/৪, ব্লক-এ, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭ ; ফোনঃ ৮১৪৪২৯৯, ফ্যাক্স-৯১১৫৪৮৮,
E-mail:info@eminence-bd.org, ce@eminence-bd.org,
eminenceassociates@yahoo.com, Web-Site: www.eminence-bd.org

গঠনতন্ত্র

ধারা-১ ঃ সংস্থার নাম ঃ এমিনেন্স এসোসিয়েটস্ ফর সোশাল ডেভেলপম্যান্ট।
Eminence Associates For Social Development

ধারা-২ ঃ সংস্থার ঠিকানা ঃ
৮/৪, ব্লক-এ, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।ফোনঃ ৮১৪৪২৯৯, ফ্যাক্স-৯১১৫৪৮৮,
E-mail:info@eminence-bd.org, ce@eminence-bd.org,
eminenceassociates@yahoo.com. Web-Site: www.eminence-bd.org
কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত ক্রমে সংস্থার কার্যালয় ঢাকা জেলার যে কোন স্থানে স্থানান্তরিত করা যাইবে। সংস্থার কার্যালয় স্থানান্তরিত হলে ০১(এক) সপ্তাহের মধ্যে নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হইবে।

ধারা-৩ ঃ সংস্থার কার্যএলাকাঃ
বর্তমানে ঢাকা জেলা। (পরবর্তীতে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে সমগ্র বাংলাদেশ)।

ধারা-৪ ঃ সংস্থার আদর্শ ও উদ্দেশ্যঃ
এই সংস্থা একটি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যানমূলক অলাভজনক এবং অরাজনৈতিক সংস্থা। ইহার মূল উদ্দেশ্য হইল সমাজে সুস্থ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ তৈরী করা এবং সমাজে অশিক্ষার হার কমিয়ে মানব সম্পদ উন্নয়ন। এই নিমিত্তে এই প্রতিষ্ঠানটি স্বাস্থ্য সচেতনতা, পুষ্টি, গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য সেবা সম্বন্ধে জ্ঞান দান, দরিদ্র ও বস্তিবাসদের পানীয়-জল ও স্যানিটেশন সম্পর্কে জ্ঞান দান করা। এই নিমিত্তে এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন রকম পরামর্শ, প্রশিক্ষন, সেবা প্রদান ও কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছে। ইহা ছাড়া পরিবেশ দুষন রোধ, কৃষি মৎস, হাঁস-মুরগী পালনে সহায়তা দান, ভূমিহীন ও স্বল্পভূমি মালিকদের অধিকার সমুন্নত রাখা, এইচআইভি রোধে কর্মসূচী এবং সমাজকে মাদকমুক্ত করনের যে কোন কর্মসূচী গ্রহন এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য।

ধারা-৫ ঃ সংস্থার বিস্তারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

০১. শিক্ষা বিস্তার ও মানবসম্পদ উন্নয়নঃ
দক্ষ মানব সম্পদ গড়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কারিগরী প্রশিক্ষন, বৃত্তীয় প্রশিক্ষন (Vocational Training) কর্মসূচী গ্রহন করা। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে শিক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহন করে সামাজিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, ব্যবহারিক শিক্ষাসহ সার্বিক সাক্ষরতার উন্নয়ন করা। দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থদের বৃত্তি প্রদান এবং কৃতিদের সংবর্ধনা প্রদান। শিক্ষা ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখার জন্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সম্মাননা প্রদান। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক প্রকাশনা। যুব ও নারী শিক্ষার উন্নয়নসহ দেশজ সংস্কৃতির উন্নয়ন। (সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুমোদন ক্রমে)।

০২. শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ
বস্তিবাসী ও দরিদ্র ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ও আচার-আচরন উন্নীত করনের নিমিত্তে স্কুল স্থাপন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক বিকাশ উন্নীত করনের জন্য শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষন প্রদান। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে সভা আহবান করিয়া শিশুদের পিতা-মাতাদের শিশু লালন পালনের সম্যক ধারনা দেওয়া।

অনুমোদিত

নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আদেশ, ১৯৬১
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

(মোঃ শামীম ছাদেক তালুকদার)
সাধারণ সম্পাদক
এমিনেন্স এসোসিয়েটস্ ফর
সোশাল ডেভেলপমেন্ট

এমিনেন্স এসোসিয়েটস্ ফর
সোশাল ডেভেলপমেন্ট

০৩. অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ

এলাকায় বসবাসকারী সাধারণ মানুষের জন্য স্যাটেলাইট ক্যাম্প বসিয়ে বহুমূত্র ও হৃদরোগীদের রক্তের শর্করা পরীক্ষা, রক্তচাপ পরীক্ষা ও ওজন নেওয়ার ব্যবস্থা করা। ইহা ছাড়া মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে রোগীদের রক্তচাপ পরীক্ষা ও ওজন পরিমাপের ব্যবস্থা করা। বিশেষজ্ঞ বক্তা দ্বারা সভা আহবান করে সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেওয়া। নির্দিষ্ট সময় অন্তর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা/পরামর্শ দেওয়ার ব্যবস্থা করা। (সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুমোদন ক্রমে)।

০৪. মা ও শিশুর স্বাস্থ্যবিষয়ক কর্মসূচী

গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টি, রক্তশূন্যতা রোধ, আয়রন ডেফিসিয়েন্সি রোধ সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান। মায়ের দুধের উপকারিতা ও সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহযোগীতা করা। মা ও শিশু স্বাস্থ্য সম্পর্কে জনসাধারনকে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। পুষ্টির চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে সমন্বিত পুষ্টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা। (সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুমোদন ক্রমে)।

০৫. নারী কল্যান কর্মসূচী

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নারীসমাজকে নির্ভরশীলতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করিয়া সমাজে মর্যাদা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক ভূমিকা জোরদার করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা। নারী অধিকার ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম ও কনফারেন্সের আয়োজনসহ নির্যাতিত মহিলাদের আইনগত সহায়তা প্রদান করা। মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও স্ব-নির্ভর করার জন্য বিভিন্ন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষন প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়া। নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ এবং পাচারকৃতদের ফিরিয়ে আনা এবং পূনর্বাসনের সামগ্রিক কার্যক্রম। হিজরাদের কল্যাণ ও কার্যক্রম।

০৬. প্রতিবন্ধী ও দুঃস্থদের কল্যাণ কর্মসূচী ঃ

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ের অনুমোদনক্রমে প্রতিবন্ধী, এতিম, মহিলা ও শিশুদের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহন করা। দেশের অবহেলিত গরীব ছিন্নমূল শিশুদের পূণর্বাসনের পদক্ষেপ গ্রহন করা এবং তাহাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ও পরিবেশগত মান উন্নয়ন করা। শারীরিক ও মানসিক অসমর্থ প্রতিবন্ধী ও নির্যাতিত মানুষকে পুনর্বাসন করা।

০৭. পরিবেশ সংরক্ষন কর্মসূচী ঃ

সচেতনতা সৃষ্টি এবং শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে উন্নয়ন উপযোগী পরিবেশ সংরক্ষন। এ লক্ষে বৃক্ষরোপন, বনায়ন, নার্সারি প্রকল্প গ্রহন ও পরিবেশ দূষনমুক্ত কর্মসূচী গ্রহন করা (সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে)।

০৮. সামাজিক কার্যক্রম ঃ

জনগনের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অসামাজিক কার্যকলাপ, ধূমপান ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য বর্জন করার জন্য জনগনকে উদ্বুদ্ধ করা। বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, যৌতুক ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগনের সচেতনতা বৃদ্ধি করা, বিবাহ নিবন্ধন (কাবিন) কার্যক্রমে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ। বন্যা, ঝড়, মহামারী ইত্যাদি কারনে দূর্গত মানুষের সেবা ও পূর্ববাসন কর্মসূচী গ্রহন। সমাজের অন্ধত্ব ও গোঁড়ামী, সমাজের কুসংস্কার ও নির্যাতন এবং সামাজিক অপরাধ মূলক প্রবনতা রোধ করার জন্য বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির পদক্ষেপ গ্রহন করিয়া জনসাধারনকে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তা প্রদান করা।

পরিক্ষীত

অনুমোদিত

নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

(শামীম হায়দার তালুকদার)
সাধারণ
এমিনেন্স এসোসিয়েটস্ ফর
সোশাল ডেভেলপমেন্ট

(...রফিন)
সভাপতি
এমিনেন্স এসোসিয়েটস্ ফর
সোশাল ডেভেলপমেন্ট

০৯. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সম্পর্কিত কর্মসূচী ঃ
সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সম্পর্কিত কর্মসূচীর আওতায় শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি, মহিলাদের দেশী বিদেশী রান্নার প্রশিক্ষন প্রদান, নকশী কাঁথা বুনন, কাঁথা সেলাই, ব্লক বাটিক ও বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজের প্রশিক্ষন প্রদান।

১০. এইডস্ ও অন্যান্য ব্যধি প্রতিরোধ কার্যক্রম ঃ
স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়ের অনুমতিক্রমে ক্যান্সার, এইচআইভি, এইডস্, হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস, সার্স ইত্যাদি মারাত্মক সংক্রামক ব্যধি প্রতিরোধে পরিকল্পিত ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহনে জনগনকে উদ্বুদ্ধ করা। এ সংক্রান্ত রোগীদের মানবাধিকার রক্ষা ও সামাজিক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা।

১১. আর্সেনিক প্রতিরোধ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমঃ
স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়ের অনুমতিক্রমে আর্সেনিক ও অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যমুক্ত বিশুদ্ধ পানি পানে উদ্বুদ্ধ করন ও এর প্রতিরোধে কর্মসূচী গ্রহন করা।

১২. কৃষি, মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচীঃ
সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে পুষ্টি চাহিদা পূরন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধিকল্পে সবজি চাষ, মৎস্য চাষ, গোবাদি পশু পাখি প্রতিপালন, ছাগল পালন, পোল্ট্রি, হ্যাচারি স্থাপন ইত্যাদি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা। কৃষি ক্ষেত্রে জনসাধারনকে উদ্বুদ্ধ করন, উৎসাহ প্রদান এবং ইহার মাধ্যমে উন্নত পদ্ধতিতে ফলন বৃদ্ধি করিতে কৃষকদের সহায়তা দান। প্রয়োজনে কৃষি উপকরণ বীজ, সার, ঔষধ ইত্যাদি সহজে এবং সুলভমূল্যে প্রদানের ব্যবস্থা করা। প্রদর্শনী খামার তৈরী করা। মাশরুম চাষ, মৌমাছি পালন, রেশম পোকা পালন, হাঁসমুরগী, মৎস, ছাগল ও গরুর খামার প্রতিষ্ঠা করা এবং এ সম্বন্ধে বেকার যুবক-যুব মহিলা ও সংশ্লিষ্ট চাষীদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।

১৩. বিবিধ কার্যক্রমঃ
সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে উপকূলবর্তী এলাকার জনগনের জন্য উপকূলীয়/চর জীবিকায়ণ প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়ন করা এবং দেশ ও জাতীর কল্যানে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহন ও বাস্তাবায়ন করা।

১৪. সমাজকল্যানমূলক সংস্থার সাথে সৌহার্দমূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাঃ
কার্যক্রমের সুবিধার্থে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত যৌথভাবে কার্যক্রম পরিচালনা। সরকারী ও বেসরকারী সকল সংস্থার সহিত উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে সম্পর্ক স্থাপন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অন্যান্য সংস্থার সহিত যোগাযোগ স্থাপন। গবেষনা, সভা, প্রশিক্ষন ও কর্মশালা, উন্নয়ন বিষয়ক সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠান (সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে)।

ধারা-৬ ঃ সদস্যপদ এবং শ্রেনীবিভাগ :

০১. সদস্যপদের যোগ্যতা :
জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ঢাকা জেলাধীন যে কোন নাগরিক যাহার বয়স ১৮ বছর বা তার উর্দ্ধে এবং যিনি মানব সেবা ও গ্রামের দরিদ্র জনগনের কল্যানে কাজ করিতে আগ্রহী এবং মনমানসিকতা রহিয়াছে কেবল মাত্র সেই ব্যাক্তিই সদস্য হওয়ার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবেন, যদি তিনি -

ক) তাহাকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা এবং বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ মানিয়া চলিতে হইবে এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করিতে হইবে ;

অনুমোদিত

(নিবন্ধনীয় কর্তৃপক্ষ)
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

(মোঃ শামীম হায়দার তালুকদার)
সাধারণ সম্পাদক
এমিনেন্স এসোসিয়েটস্ ফর
সোশাল ডেভেলপমেন্ট

(শামস্ এল আরেফিন)
সভাপতি
এমিনেন্স এসোসিয়েটস্ ফর
সোশাল ডেভেলপমেন্ট

০২. সদস্যপদের শ্রেণীবিভাগ :

প্রতিষ্ঠানে ৩ (তিন) শ্রেণীর সদস্যপদ থাকিবে। এই সদস্য পদগুলি নিম্নরূপ:-

ক) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য

খ) সাধারণ সদস্য

গ) দাতা সদস্য

০৩. সদস্য বিবরণী:

ক) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য:

যে সকল সদস্যগন এই সংস্থা স্থাপনের স্বাক্ষরদাতা হইবেন তাঁহারা সকলেই প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে গন্য হইবেন।

খ) সাধারণ সদস্য:

ধারা -৭ মোতাবেক ভর্তিকৃত সদস্যগন সাধারণ সদস্য হিসাবে গন্য হইবে।

গ) দাতা সদস্য:

মানব কল্যানে সহায়তা প্রদানে আগ্রহী এবং এতদ্ উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কমপক্ষে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা অত্র প্রতিষ্ঠানে দান করিলে নির্বাহী কমিটি সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অবৈতনিক দাতা সদস্য হিসাবে অনুমোদন দিবে।

ধারা-৭ ঃ সদস্য ভর্তির নিয়মাবলী ঃ

ক) সংস্থার আদর্শ ও উদ্দেশ্যাবলীতে অনুপ্রাণিত হইয়া যেকোন বাংলাদেশী নাগরিক এবং উৎসাহিত সমাজকর্মী এই সংস্থার সাধারণ সদস্য হইতে পারিবেন।

খ) সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত আবেদন পত্র যথাযথভাবে পুরন করিয়া সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক বরাবরে জমা দিতে হইবে।

গ) কার্যকরী পরিষদের সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী সদস্যপদের আবেদন পত্র মঞ্জুর /খারিজ হইবে।

ঘ) সাধারণ সম্পাদক জমাকৃত আবেদন পত্র অনুমোদনের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় পেশ করিবেন এবং অনুমোদন সাপেক্ষে সদস্য খাতায় লিপিবদ্ধ করিবেন।

ঙ) সাধারণ সদস্যদের ভর্তি ফি ১০০ টাকা এবং মাসিক চাদা ৫০ টাকা ।

ধারা-৮ ঃ সদস্যদের অধিকার ও সুবিধা ঃ

কেবলমাত্র সংস্থার সাধারন সদস্যদের ভোটাধিকার ও নির্বাচনে অংশ গ্রহনের ক্ষমতা সংরক্ষিত থাকিবে। দাতা সদস্যদের ভোটের কোন অধিকার থাকিবে না, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে তাহাদের গুরুত্বপূর্ন পরামর্শ সব সময় স্বীকৃতি পাইবে এবং প্রতিষ্ঠানের কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে তাহারা সম্মানিত অতিথি হিসাবে আমন্ত্রিত হইবেন। তাহারা নির্বাচন কমিশনের সদস্য হিসাবে কাজ করিতে পারিবেন। তবে দাতা সদস্যদের মধ্যে যাহাদের সাধারন সদস্য পদ বহাল থাকিবে তাহাদের ভোটাধিকার ও নির্বাচনে অংশ গ্রহনের ক্ষমতা সংরক্ষিত থাকিবে।

ধারা-৯ ঃ সদস্যপদ বাতিল ঃ

সদস্য পদ বাতিল বলিয়া গন্য হইবে, যদি কোন সদস্য-

০১. আদালতের রায়ে দোষী সাব্যস্ত হন অথবা সমাজের বা দেশের কোন নাশকতামূলক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকেন;

০২. মানসিকভাবে অসুস্থ থাকিলে এবং অথবা দেশ ত্যাগ করিলে বা মৃত্যুবরন করিলে;

০৩. পদত্যাগপত্র দাখিল করার পর প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হইলে;

০৪. সংস্থার স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজ করিলে বা তাহার স্বভাব, আচরণ সংস্থার পরিপন্থী হইলে অথবা তহবিল তছরুপ করিলে ;

০৫. কোন সদস্য সংস্থায় চাকুরী, বেতন ভাতা ও আর্থিক সুবিধা গ্রহন করিলে তার সদস্যপদ বাতিল হইবে।

অনুমোদিত

(মোঃ শামীম হায়দার তালুকদার)
সাধারণ সম্পাদক
এমিনেন্স এসোসিয়েটস্ ফর
সোশাল ডেভেলপমেন্ট

নির্বাহী কমিটি
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

(শাহনেওয়াজ তালুকদার)
সভাপতি
এমিনেন্স এসোসিয়েটস ফর
সোশাল ডেভেলপমেন্ট

ধারা-১০ ঃ সদস্যপদ পুনঃপ্রতিস্থাপন ঃ

যদি কোন প্রাক্তন সদস্য পুনরায় সদস্যপদ লাভ করিতে ইচ্ছুক হন, সেই ক্ষেত্রে তাহাকে এক হাজার (১০০০) টাকা ফি প্রদান করিয়া ভর্তির জন্য নতুন ভাবে আবেদন করিতে হইবে এবং সদস্যপদ পুনঃপ্রদানের জন্য ধারা-৭ কার্যকর হইবে। কিন্তু আদালতের রায়ে দোষী সাব্যস্ত হইলে বা দেশের কোন নাশকতা মূলক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকিলে বা তহবিল তছরুপের জন্য পূর্বের সদস্যপদ বাতিলের ক্ষেত্রে এই সুযোগ থাকিবে না।

ধারা-১১ ঃ সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

সংস্থার ব্যবস্থাপনার জন্য সাংগঠনিক কাঠামো হইবে তিনটি - যথা ঃ

ক) সাধারণ পরিষদ
খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ
গ) উপদেষ্টা পরিষদ

০১. সাধারণ পরিষদ

সকল সাধারন সদস্য নিয়ে গঠিত হইবে সাধারন পরিষদ। সাধারন পরিষদের সদস্য সংখ্যার কোন উর্ধসীমা থাকিবে না। নীতি নির্ধারনের ক্ষেত্রে এই পরিষদই হইবে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। বাৎসরিক কাজের পরিকল্পনা এবং বাজেট, নিরীক্ষা প্রতিবেদন, আয়-ব্যয় এবং গঠনতন্ত্র সংশোধন (প্রয়োজনে) এই পরিষদের দ্বারা নির্ধারিত হইবে। বছরে অন্ততঃ একবার সাধারন পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

০২. কার্যনির্বাহী পরিষদ ঃ

১১ জন সদস্য নিয়া কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হইবে। সাধারন সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ ২ বছরের জন্য নির্বাচিত হইবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা বছরে কমপক্ষে ৪ বার হইতে হইবে। কার্যনির্বাহী কমিটির গঠন হইবে নিম্নরুপঃ-

কার্যনির্বাহী কমিটির গঠন

সদস্য	সংখ্যা
সভাপতি	১ জন
সহ-সভাপতি	১ জন
সাধারন সম্পাদক	১ জন
কোষাধ্যক্ষ	১ জন
নির্বাহী সদস্য	৭ জন
মোট সদস্য	১১ জন

০৩. উপদেষ্টা পরিষদ ঃ

প্রধানতঃ খাত বিশেষজ্ঞ, অভিজাত, সমাজের নেতৃস্থানীয়, বিজ্ঞ ও সম্মানীত লোক দ্বারা সংস্থার উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হইবে। প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, বিস্তৃতি এবং সুষ্ঠুভাবে কর্মসূচী বাস্তবায়নের ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় এই উপদেষ্টা মন্ডলী পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান করিবেন। উপদেষ্টা সদস্যের ভোটের কোন অধিকার থাকিবে না। কার্যনির্বাহী কমিটির দ্বারা উপদেষ্টা কমিটি কেবলমাত্র ২ বৎসরের জন্য মনোনীত হইবেন। যে কোন পেশাগত এবং দক্ষ, শিক্ষিত, বিজ্ঞ এবং অভিজাত ও সামাজিক কাজে বিশেষ অবদান রহিয়াছে এমন ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য হইতে পারিবেন।

অনুমোদিত

নিবন্ধীয়ন কর্তৃপক্ষ
স্বচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

(শামস্ এল আরেফিন)
সভাপতি
এমিনেন্স এসোসিয়েটস্ ফর
সোশাল ডেভেলপমেন্ট

ঃ শামীম হায়দার তালুকদার)
সাধারণ সম্পাদক
এমিনেন্স এসোসিয়েটস্ ফর
সোশাল ডেভেলপমেন্ট

প্রয়োজনে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে উপদেষ্টা পরিষদের সকল সদস্য বা এর অংশ বিশেষ পরিবর্তন করা যাইবে।

ধারা-১২ ঃ কার্যনিবাহী পরিষদের দায়িত্ব ঃ

০১. কার্যনির্বাহী কমিটি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী সমূহের সফল বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন;

০২. কার্যনির্বাহী কমিটি প্রতিষ্ঠানের কর্মপন্থা নির্ধারন ও অন্যান্য কাজ সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন;

০৩. কার্যনির্বাহী কমিটি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কাজে সহযোগিতা প্রদান, পরামর্শ এবং কর্মকর্তা / কর্মচারীদের কাজ পরিদর্শন / পর্যালোচনা করিবেন;

০৪. অফিস ব্যবস্থাপনা, চলমান কার্যসমূহ সঠিকভাবে পরিচালনা, প্রতিষ্ঠানের বিস্তৃতি, প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং গৃহীত কর্মসূচী / প্রকল্প বাস্তবায়ন ও এতদ্ উদ্দেশ্যে নীতিমালা, প্রো-বিধি প্রনয়ন এবং এই গুলির অনুমোদন। পূর্বের ও প্রস্তুতকৃত নীতিমালা অনুযায়ী কার্যপরিচালনা করা;

০৫. যদি কোন কারনে নির্বাহী কমিটির কোন সদস্য পদত্যাগ করেন বা কোন কারনে কোন সদস্য পদ শুন্য হয় সেই ক্ষেত্রে সাধারন সভার মাধ্যমে সেই আসন পূরণ করা যাবে ;

০৬. কার্যনির্বাহী কমিটি সাধারন সভার সিদ্ধান্ত ক্রমে সামাজিক প্রয়োজনে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ অনুমোদন করিতে পারিবেন। তবে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে ;

ধারা-১৩ ঃ নির্বাহী কমিটি / পরিষদ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

ক) সভাপতিঃ

গঠনতান্ত্রিকভাবে সভাপতি সংস্থার প্রধান/

০১. সভা বা আলোচনায় সভাপতিত্ব করা এবং যথাসময়ে এইগুলির কার্যবিবরনী বাহির করা;

০২. প্রতিষ্ঠানে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি নিয়োগ। অবৈতানক)

০৩. বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক, গবেষনাধর্মী ও অন্যান্য কল্যানমূলক প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্য এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সহযোগিতা প্রদান ও সঠিকভাবে পরিচালনা;

০৪. প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানটির প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক মঞ্জুরীর ব্যবস্থা করা এবং গৃহীত কাজের অগ্রগতী পর্যালোচনা করা;

০৫. কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষমতাবলে তিনি একটি কাস্টিং ভোট প্রদান করিতে পারিবেন;

০৬. সকল পর্যায়ে তিনি সংস্থার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করিবেন অথবা অন্য কাহাকেও প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন ;

০৭. প্রতিষ্ঠানটির ব্যাংক হিসাবের যাবতীয় কাজ;

খ) সহ-সভাপতি ঃ

সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভাপতির দায়িত্ব পালন। সভাপতির সকল কাজে তিনি সার্বিক সহযোগিতা করিবেন।

গ) সাধারণ সম্পাদক ঃ

০১. তিনি সভাপতির সাথে আলোচনা করিয়া সংস্থার সভা আহ্বান করিবেন। তিনি কোষাধ্যক্ষের সহায়তায় মাসিক এবং বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব ও অডিট রিপোর্ট প্রণয়ন এবং তাহা কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা, উপদেষ্টা পরিষদের সভা ও সাধারণ সভায় পেশ করিবেন ;

০২. বিভিন্ন উন্নয়নমূলক, গবেষণা ধর্মী ও অন্যান্য কল্যানমূলক প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্য ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সহযোগিতা প্রদান । নির্বাহী কমিটির সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নমূলক কার্যকলাপে পদক্ষেপ গ্রহন ও উহার বাস্তবায়ন। প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে নির্বাহী কমিটির প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন ;

অনুমোদিত

নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

ঘ) কোষাধ্যক্ষঃ

প্রতিষ্ঠানে কোষাধ্যক্ষের পদ অতি গুরুত্বপূর্ন। কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব নিম্নরুপঃ-

০১. চেয়ারপার্সোন / ~~প্রধান নির্বাহী কর্তৃক~~ প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে কর্মসূচী গ্রহন ও বাস্তবায়নে এবং প্রশাসন পরিচালনায় অর্থ বরাদ্দ, ব্যয় এবং অর্থ সংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহনে সহায়তা প্রদান;

০২. চেয়ারপার্সোন / ~~প্রধান নির্বাহী~~-এর নির্দেশনা ও আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানের সকল হিসাব পরিচালনা করা;

০৩. প্রকল্প / কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নে আর্থিক প্রবাহ নিশ্চিত করন;

০৪. প্রতিষ্ঠানের সকল হিসাব এবং এতদ্ সংক্রান্ত লিখিত সমস্ত দলিল বা কাগজ-পত্রাদি সংরক্ষন করা এবং হিসাবের ব্যয় নিরীক্ষনের ব্যবস্থা করা;

০৫. প্রতিষ্ঠানের আয় ব্যয় সহ বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন, সম্পদের তালিকা এবং বাৎসরিক বাজেট প্রস্তুত পূর্বক বার্ষিক সাধারন সভায় আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা;

ঙ) নির্বাহী সদস্যঃ

নির্বাহী সদস্যের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ ঃ

০১. মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচী গ্রহনের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কাজে সহায়তা দান;

০২. প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরিন ও বাহ্যিক চাহিদা পূরনের নিমিত্তে বাৎসরিক কাজের পরিকল্পনা ও বাজেট প্রস্তুতিতে,ব্যয় নিরীক্ষার উদ্যোগ গ্রহনে এবং আর্থিক বিবরনী তৈরীর কাজে কোষাধ্যক্ষকে সহায়তা প্রদান;

০৩. লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী এবং সংস্থার কাজের অংশীদারদের উন্নয়নের জন্য নতুন প্রকল্প / কর্মসূচী গ্রহনের পদক্ষেপ নেওয়া;

০৪ .দৈনন্দিন কাজ পরিদর্শন এবং প্রশাসনিক কাজের তত্ত্বাবধান করা;

০৫. দক্ষতার সহিত কর্মসূচী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করনের জন্য মাঠ পর্যায়ের এবং অফিস পর্যায়ের সকল কর্মীদের কাজের তদারকী করা;

০৬. বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ও অন্যান্য সাময়িকী ছাপানো, পোষ্টার, প্রচ্ছদ বা ম্যাগাজিন ইত্যাদি প্রকাশনার কাজ;

০৭ .বিভিন্ন এনজিও, সরকারী অফিস, প্রাইভেট সেক্টর ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত উন্নয়ন সহযোগী হিসাবে কাজ করার পদক্ষেপ গ্রহন ও যোগাযোগ স্থাপন;

ধারা-১৪ ঃ বিশেষ ক্ষমতাঃ

০১. সংস্থার এই নীতিমালা ও গঠনতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন প্রকার আপত্তি বা বিরোধিতা গ্রহনযোগ্য হইবে না, যতক্ষন পর্যন্ত নাগরিক অধিকার হুমকির সম্মুখীন হয়;

০২. প্রতিষ্ঠানের কোন সমস্যা সমাধানে এই নীতিমালায় কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকিলে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গন্য হইবে; ~~প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে প্রতিষ্ঠাতা প্রধান নির্বাহী এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিবেন;~~

০৩. কোন কারণে নির্বাহী কমিটির সভা আহবান সম্ভব না হইলে, সেই ক্ষেত্রে ~~প্রতিষ্ঠাতা প্রধান নির্বাহী~~ প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহন করিতে পারিবেন, যদি না ঐ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী হয়। কিন্তু পরবর্তী নির্বাহী কমিটির সভায় অবশ্যই উহা অনুমোদন করাইয়া নিতে হইবে;

ধারা-১৫ ঃ বাস্তবায়ন পদ্ধতি ঃ

০১. প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির নির্দেশনা মোতাবেক সংস্থার সকল প্রকল্প বাস্তাবায়িত হইবে; ~~প্রধান নির্বাহী~~ প্রতিষ্ঠানের কমপক্ষে ৩ (তিন) জন অভিজ্ঞ কর্মীকে নিয়া প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করিবেন। তিনি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির নেতৃত্ব দিবেন এবং কাজের বিবরনী ও অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করিবেন;

অনুমোদিত

নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রন)
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

(শামস উল আরেফিন)
সভাপতি
এমিনেল এসোসিয়েটস ফর
সোশাল ডেভেলপমেন্ট

০২. প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মচারী নিয়োগে সভাপতিকে সহায়তা করিবেন ;

০৩. সভাপতি এবং প্রধান নির্বাহী অন্যান্য নির্বাহী সদস্যদের সমন্বয়ে নতুন প্রকল্প প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন করিবেন;

০৪. প্রধান নির্বাহী বিভিন্ন এনজিও, সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সাথে উন্নয়ন সহযোগী হিসাবে কাজ করার পদক্ষেপ গ্রহন ও এতদ্ উদ্দেশ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিবেন;

০৫. প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী, নির্বাহী পরিষদের অনুমতিক্রমে দাতা / অন্যান্য সংস্থার নিকট হইতে তহবিল সংগ্রহ করিবেন এবং অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী কর্মসূচী বাস্তাবায়ন করিবেন এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন;

০৬. প্রধান নির্বাহী সকল ভাউচারে প্রতি-স্বাক্ষর করিবেন এবং যথাসময়ে নির্বাহী কমিটির দ্বারা অনুমোদন করাইয়া নিবেন;

০৭. প্রধান নিবাহী কর্মীদের প্রেরণা যোগাইবেন এবং প্রতিষ্ঠানের সকল উন্নয়ন মূলক কাজের সমন্বয় সাধন করিবেন;

ধারা-১৬ ঃ নির্বাচন পদ্ধতি ঃ

ক) কার্যনিবাহী পরিষদ ঃ

০১. সকল সাধারন সদস্যবৃন্দের গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কার্যনিবাহী পরিষদ গঠিত হইবে ;

০২. সাধারন কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য সম্মতি জ্ঞাপন করিলে নিবাহী কমিটির সদস্য মনোনয়ন করা যাইবে, অন্যথায় নিবাহী কমিটির সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে ;

০৩. নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে কেহ ঈর্ষা পরায়ন হইয়া কোন কিছু প্রচার করিলে বা ব্যক্তিগত চরিত্রের বিরুদ্ধে কোন প্রচারনা চালাইলে এবং তাহা প্রমানিত হইলে, তিনি ভোটের অধিকার হারাইবেন;

০৪. কার্যনিবাহী পরিষদ গঠন করিয়া ১ (এক) মাসের মধ্যে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনুমোদন গ্রহন করিতে হইবে ;

খ) মেয়াদ ঃ

০১. নির্বাচিত হওয়ার দিন হইতে পরবর্তী ২ (দুই) বছর কার্যনিবাহী পরিষদের মেয়াদ হইবে এবং বার্ষিক সাধারন সভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে ;

ধারা-১৭ ঃ দায়িত্ব অর্পণ ঃ

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার ৭ দিনের মধ্যে নতুন বা সদ্য নির্বাচিত নিবাহী কমিটির নিকট সকল দায়িত্ব অর্পন করিতে হইবে;

ধারা-১৮ ঃ নির্বাচন কমিশন ঃ

নির্বাচন পরিচালনার জন্য কার্যকরী পরিষদের নির্বাচনে অংশ গ্রহন করিবেন না বা সংস্থার সদস্য নন এমন ৩ (তিন) জনকে নিয়া তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন সাধারন পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে গঠিত হইবে ;

ধারা-১৯ ঃ ভোটের প্রণালী ঃ

এক ব্যক্তি একটি পদে একটি ভোট প্রদান করিবেন এবং কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে ভোট দেওয়া যাইবে না। নির্বাচনের ৩০ (ত্রিশ) দিন পুর্বে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী তফশিল ঘোষণা করিবেন। নির্বাচন বিষয়ে কমিশন কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে ;

ধারা-২০ ঃ সভা ও সভার বৈধতার জন্য সদস্যের উপস্থিতি ঃ

ক) সাধারন পরিষদ সভাঃ

(শামসু এল আরেফিন)
সভাপতি
এমবেস এসোসিয়েটস্ ফর
সোশাল ডেভেলপমেন্ট

(সাদিদ রাদলায় অনুচ্ছেদ)
সাধারন সম্পাদক
এমবেস এসোসিয়েটস্ ফর
সোশাল ডেভেলপমেন্ট

স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)

কমপক্ষে ত্রিশ (৩০) দিন পূর্বে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে বৎসরে অন্ততঃ একবার সাধারন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইতে হইবে। মোট সদস্যদের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ন হইবে;

খ) নির্বাহী পরিষদের সভাঃ

কমপক্ষে সাত দিন (৭) পূর্বের নোটিশের মাধ্যমে ২ থেকে ৩ মাসের মধ্যে একবার নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইতে হইবে। এই সভায় কাজের অগ্রগতি ও তার বাস্তবায়ন, কর্মী নিয়োগ এবং অন্যান্য প্রশাসনিক সিদ্ধান্তসমূহ পর্যালোচনা করিতে হইবে। সভার বৈধতার জন্য কমপক্ষে একান্ন শতাংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন।

গ) জরুরী সভাঃ

প্রতিষ্ঠানের জরুরী প্রয়োজনে প্রধান নির্বাহী ২৪ ঘন্টার নোটিশে এবং প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পরামর্শ ক্রমে নির্বাহী কমিটির জরুরী সভা আহবান করিতে পারেন। সভার বৈধতার লক্ষ্যে ৫১ শতাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশগ্রহনকারী আবশ্যক।

ঘ) দাবিকৃত সভাঃ

গঠনতন্ত্রের শর্তানুযায়ী যদি সভা আহবান করা না হয়, তাহা হইলে প্রতিষ্ঠানের দুই-তৃতীয়াংশ সংশ্লিষ্ট সদস্য নির্বাহী সভাপতির কাছে লিখিত ভাবে সভা আহবানের দাবি জানাইবেন এবং নির্বাহী সভাপতি ২১ দিনের মধ্যে সভা আহবানের বিজ্ঞপ্তি দিবেন। যদি ২১ দিনের মধ্যে সভা আহবান করা না হয়, তাহা হইলে আবেদনকারী নিজেরাই সভা আহবান করিতে পারিবেন। সংখ্যাগরিষ্ট সংশ্লিষ্ট তিন পঞ্চমাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার বৈধতা বিবেচিত হইবে।

ধারা-২১ ঃ শুন্য পদ পূরণ ঃ

সাধারন পরিষদের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যের সিদ্ধান্তক্রমে কার্যনির্বাহী পরিষদের শুন্য পদ পূরণ করা যাইবে এবং নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহনের পর তাহা কার্যকরী হইবে।

ধারা-২২ ঃ সাধারন পরিষদের ক্ষমতা-দায়িত্ব ঃ

ক) সংস্থার সকল ক্ষমতা সাধারন পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে। সংস্থার স্বার্থে সাধারন পরিষদ যে কোন বৈধ সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবেন ;

খ) সংস্থার নিযুক্ত বা মনোনীত কর্মী পর্যবেক্ষক হিসাবে কার্যনির্বাহী পরিষদের বা অন্যান্য সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন, কিন্তু তাহাদের কোন ভোটাধিকার থাকিবে না ;

গ) সাধারন সভার কার্যক্রম থাকবে নিম্নরুপ ঃ

০১. নাম স্বাক্ষরের মাধ্যমে উপস্থিতি নিরুপন করা ;

০২. গত সাধারন সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন করা ;

০৩. সর্বপ্রকার রিপোর্ট পেশ এবং আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহন ;

০৪. উপবিধি সংশোধন (যদি থাকে) ;

০৫. মূলতবী প্রস্তাব/বিবিধ;

০৬. যে কোন সভায় সভাপতি/সহ-সভাপতি অনুপস্থিত থাকিলে বা সভাপতিত্ব করিতে অপারগ হইলে উপস্থিত সদস্যদের একজনকে প্রস্তাব ও সমর্থনের মাধ্যমে সভাপতিত্ব করার ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করা যাইবে;

ধারা-২৩ ঃ মুলধন ও ব্যয় ঃ

ক) মুলধনের উৎসঃ

অনুমোদিত

(মীম হায়দার তালুকদার)
সাধারণ সম্পাদক
মিনেস এ... ফর
সোশাল ডেভেলপমেন্ট

(শামসু এল আরেফিন)
সভাপতি
এমিনেস এসোসিয়েটস্ ফর
সোশাল ডেভেলপমেন্ট

অহ্লাদেরী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

০১. শুভাকাঙ্খী, সমর্থনকারী, কর্মী এবং দাতা সংস্থা হতে অনুদান;
০২. ব্যক্তিগতভাবে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে এবং স্থানীয় ও বৈদেশিক দাতা সংস্থা হইতে অনুদান/চাদা বৈদেশিক অনুদানের ক্ষেত্রে বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকান্ড) নীতিমালা-১৯৭৮ মানিয়া চলিতে হইবে;
০৩. দাতা সংস্থা ও সরকারী অনুদান;
০৪. নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে অস্থায়ী ঋণ গ্রহন ও অনুদান বা স্বেচ্ছায় চাদা ;
০৫. যেকোন সংস্থা /ব্যক্তিগত উদ্যোক্তা হইতে প্রাপ্ত অনুদান;
০৬ .বিশেষ প্রয়োজনে নির্বাহী কমিটির সদস্যদের নিকট হইতে বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ গ্রহন;
০৭. বিভিন্ন উৎস হইতে আয়।

খ) ব্যয়ঃ

০১. অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী এবং/অথবা নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক যে কোন পরিমান অর্থ বৈধভাবে ব্যয় করা যাইবে, যদি না তাহা চুক্তিপত্রের নির্দেশনা/গঠনতন্ত্র বিরোধী হয়;
০২. *প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী তাৎক্ষনিকভাবে কেবলমাত্র ১,০০,০০০ (একলক্ষ) টাকা ব্যয় করিতে পারিবেন। কিন্তু তাহা নির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় অনুমোদন করাইয়া নিতে হইবে;*
০৩. প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যালয় ও শাখা গুলিতে নির্বাহী কমিটি ব্যয় নির্বাহের নীতিমালা নির্ধারণ করিবেন;
০৪. এমন কোন প্রকার ব্যয় করা যাইবে না, যাহা প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র, লক্ষ্য ও আদর্শ বিরোধী হয়;

ধারা-২৪ ঃ ব্যাংক হিসাব রক্ষণাবেক্ষন ঃ

০১. সংস্থার আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে এলাকাস্থ বাংলাদেশী যেকোন তপসিল ভুক্ত ব্যাংকে সংস্থার নামে একটি সঞ্চয়ী/চলতি হিসাব খুলিতে হইবে;
০২. প্রতিষ্ঠানের সকল বৈদেশিক অনুদান বাংলাদেশের যেকোন তপশীল ভুক্ত ব্যাংকে সংস্থার নামে কেবলমাত্র একটি ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে গ্রহন করিতে হইবে;
০৩. প্রতিষ্ঠানের চেয়ারপার্সোন, প্রধান নির্বাহী/সাধারন সম্পাদক (আবশ্যিক) ও কোষাধ্যক্ষ-এর যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে। তবে প্রধান নির্বাহী/সাধারন সম্পাদক (আবশ্যিক) এবং অপর দুইজন, চেয়ারপার্সোন/সভাপতি অথবা কোষাধ্যক্ষ এর যেকোন একজনের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংকের লেনদেন করা যাইবে;
০৪. হিসাবের স্বচ্ছতার জন্য নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনে প্রত্যেক প্রকল্পের নামে আলাদা আলাদা ব্যাংক হিসাব খোলা যাইবে;
০৫. সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন শাখা অফিসের অথবা প্রকল্প এলাকার নিকটবর্তী ব্যাংকে সংস্থার নামে আলাদা হিসাব খোলা যাইবে।এরুপ হিসাব খোলা এবং পরিচালনা/লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রধান নির্বাহীর অনুমতি অথবা প্রধান নির্বাহী কর্তৃক "লেটারহেড প্যাডে" ক্ষমতাপত্র (খরঃঃবৎ ড়ভ অঁঃযড়ৎবুধঃরড়হ) গ্রহন করিতে হইবে।

ধারা-২৫ ঃ হিসাব নিরীক্ষণ ঃ

০১. সংস্থার সকল হিসাব অবশ্যই বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত এবং নির্বাহী কমিটির দ্বারা অনুমোদিত "অডিট ফার্ম" দ্বারা নিরীক্ষা করাইতে হইবে;
০২. এই ধরণের হিসাব নিরীক্ষা বার্ষিক ভিত্তিতে হইবে এবং নিরীক্ষা শেষে প্রতিবেদন নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করিতে হইবে;
০৩. একাধিক সদস্য দ্বারা গঠিত কমিটি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষণ করিতে পারিবে। প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কমিটি দ্বারা সমস্ত হিসাব নিরীক্ষণ প্রতিবেদন অবশ্যই অনুমোদিত হইতে হইবে;

ধারা-২৬ ঃ প্রচার ও প্রকাশনা ঃ

০১. প্রতিষ্ঠানের বিভিন্নপ্রকার সাময়িকী, ম্যাগাজিন, ইস্তাহার, বুলেটিন ইত্যাদি প্রকাশ করা যাবে।

মোঃ শামীম হাসনাইন তালুকদার
সাধারণ সম্পাদক
নিউজেন এসোসিয়েটস ফর
ডেভেলপমেন্ট

অনুমোদিত

নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রন)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

ধারা-২৭ ঃ নিয়োগ ও বেতন-ভাতা ঃ

০১. নির্বাহী পদের জন্য সভাপতি এবং প্রধান নির্বাহী কমপক্ষে ৩ জন সদস্য দ্বারা একটি নিয়োগ বোর্ড গঠন করিবেন;

০২. প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রধান নির্বাহী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অফিসার এবং কর্মচারী নিয়োগ করিবেন;

০৩. নির্বাহী কমিটির সদস্যগণ অবৈতনিক সেবা প্রদান করিবেন। ~~কিন্তু প্রয়োজনে এবং আর্থিক পর্যাপ্ততায় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত ক্রমে তাহারা ভাতা বা সম্মানী গ্রহন করিতে পারিবেন।~~

০৪. প্রতিষ্ঠানের/প্রকল্পের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী নির্বাহী কমিটি দ্বারা গঠিত নিয়োগ বিধি ও নির্ধারিত বেতন-ভাতা অনুযায়ী নিয়োগ প্রাপ্ত হইবেন। (কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে নিকন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে)।

ধারা-২৮ ঃ সংশোধনী ঃ

কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতিক্রমে বিশেষ সাধারন সভা আহবান করিয়া ~~তিন-পঞ্চমাংশ~~ ৩ আশ সদস্যের উপস্থিতিতে সংশোধিতব্য বিশেষ অংশে ভোটিং- এর মাধ্যমে গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ সমূহ সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, প্রতিস্থাপন বা যেকোন সংশোধন করা যাইবে; তবে শর্ত থাকে যে, সংশোধনী আনোয়নের কারন উল্লেখ পূর্বক কমপক্ষে ২১ দিন পূর্বে সাধারন কমিটির সদস্যদের সভা আহবানের নোটিশ প্রদান করিতে হইবে; সংশোধিত সংস্থার অনুমোদনের পর সম্পাদিত হবে।

ধারা-২৯ ঃ আইন ও বিধির প্রাধান্য ঃ

অত্র গঠনতন্ত্রে যাহা কিছু উল্লেখ থাকুক না কেন সংস্থাটি ১৯৬১ সনের ৪৬নং অধ্যাদেশের আওতায় প্রচলিত আইন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম পরিচালিত হইবে। অন্যান্য কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকরী হইবে;

ধারা-৩০ ঃ সমাপ্তিকরণ ঃ

সংস্থার সকল প্রকার কার্যক্রম সমাপ্তির পূর্বে যাবতীয় দেনা পাওনা বা ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। সাধারন সভা বা বিশেষ সাধারন সভার তিন-পঞ্চামাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক যে সকল সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের অনুরুপ লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়া কাজ করে তাহাদের নিকট এই সকল সম্পত্তি হস্তান্তর করা যাইবে। প্রতিষ্ঠানের কোন দেনা থাকলে তাহা কার্যকরী কমিটির সকল সদস্য ব্যক্তিগত ভাবে পরিশোধ করিবেন্

পরিক্ষীত

স্বাক্ষর

অনুমোদিত

নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
রেজা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

[illegible]
[illegible]
[illegible] এসোসিয়েটস্ ফর
[illegible] ডেভেলপমেন্ট

(শামস্ এল আরেফিন)
সভাপতি
এমিনেস এসোসিয়েটস্ ফর
পোশাল ডেভেলপমেন্ট